দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 0 9 JUL 1996
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ৩

কোড লিখিতে ভুল করায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তরপত্র বাতিল করিয়া দিয়াছি

.... পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

ইত্তেফাক রিপোর্ট ।। ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষার ফলাফলে শত শত মেধাবী শিক্ষার্থীর বিপর্যয়ের কথা স্বীকার করিয়াছেন। তবে মতে, "পরীক্ষার্থী কর্তৃক উত্তরপত্রে সেট কোড না লেখা কিংবা একাধিক সেট কোড পূরণ করার জন্য উল্লিখিত উত্তরপত্র বাতিল করা হয়।" ইহার কি প্রতিবিধান হইবে নিয়ন্ত্রক তাহা জানান নাই। বলিয়াছেন নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্রে সেট কোড

(১১শ পৃ: ৫-এর ক: দ্র:)

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

(১ম পৃ: পর)

লেখা সম্পর্কিত পূর্বের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাহারা এই উত্তরপত্র বাতিল করিয়াছেন। ইহা তাহাদের দুর্নীতিরোধ মূলক টেকনিক্যাল ব্যাপার। তিনি বলিয়াছেন, ২ হাজার মেধাবী পরীক্ষার্থীর ফলাফল উধাও হইয়া যাওয়ার জন্য তাহাদের কম্পিউটার অপারেটর বা বিশেষজ্ঞ কোন অবস্থাতেই দায়ী নহেন। কিন্তু পাশ করা ছাত্ররা যে ফেল হইয়া গেল, উহার জন্য বোর্ড দৃশ্যত ছাত্র-ছাত্রীদের দায়ী করিয়া খালাস। রাজধানীর অভিভাবক ও কম্পিউটার বিশেষজ্ঞগণ বোর্ডের এই মনোভাবকে 'দায়িত্বহীন' বলিয়া গতকাল (সোমবার) উল্লেখ করেন এবং ২ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ফলাফল লিখিত উত্তরের ভিত্তিতে হাজির করিয়া বোর্ডকে এ বিচ্যুতির জন্য প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ করার দাবী জানাইয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন, ছাত্র-ছাত্রীরা কম্পিউটারের টেকনিক্যাল কোডের পরীক্ষা দেয় নাই, তাহারা এসএসসি পরীক্ষা দিয়াছে।

বোর্ড দাবী করিয়াছে, তাহারা স্বল্প খরচে ফল প্রকাশের জন্য কম্পিউটারের উপর ভর করিয়াছেন এবং আনাড়ী নহে খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞগণ ৯৪ হইতে এযাবৎ প্রকৌশল ভার্সিটি কম্পিউটার কেন্দ্রের পর বোর্ডের নিজস্ব কেন্দ্রে এই কম্পিউটার ভিত্তিক ফল প্রক্রিয়ার কাজ করিতেছেন। বোর্ড স্বীকার করেন, তাহাদের কেন্দ্রের লোকেরাই কম্পিউটার কেন্দ্রের প্রোগ্রাম তৈরী করেন।

রাজধানীর খ্যাতনামা কম্পিউটারবিদ অভিভাবকগণ এবারের ২০০০ ছাত্র-ছাত্রীর ফলাফল বিপর্যস্ত হইবার ঘটনাকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়া বোর্ডের কেন্দ্রের প্রোগ্রাম, বিশেষজ্ঞতা ও অপারেটরের দক্ষতা যাচাই ও পরীক্ষার দাবী জানাইয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন, ২ হাজার মেধাবী ছাত্রছাত্রীর জীবন ধ্বংস করার কেন্দ্রটির ভিতর বাহির পরীক্ষা করা ও বিপর্যস্ত ফলাফল সঠিক করার ব্যাপারে সরকার ও শিক্ষামন্ত্রণালয়ের আশু হস্তক্ষেপ জরুরী।